ক্যাম্পফায়ার লিজেন্ড

গভীর রাতে বনের মধ্যে ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার অভিজ্ঞতা বেশ মজার। তবে এই আড্ডার আসর আরো মজার ও রোমহর্ষক হয়ে যায় যখন কেউ ভূতের গল্প শুরু করে। যাদের এরকম অভিজ্ঞতা নেই তারা ক্যাম্পফায়ার লিজেন্ড গেমটি খেলার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতার মজা নিতে পারেন। এই গেমে গভীর রাতে একদল তরুণী মিলে ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে বসে আড্ডা দেয়ার সময় এক বান্ধবী ভূতের গল্প শোনানো শুরু করার পর আরেক বান্ধবীর সেই কাহিনীকে অবাস্তব ও ছেলেভোলানো বলে দাবি করে এবং সে নিজে আরো ভয়ঙ্কর কাহিনী বলা শুরু করে। এই গেমটির তিনটি পর্ব রয়েছে–দ্য হুকম্যান, দ্য বেবিসিটার ও দ্য লাস্ট অ্যাক্ট। প্রতিটি পর্ব একেকটি আলাদা কাহিনী এবং সব চরিত্রও আলাদা। গেম তিনটি খেলার ধরন একই রকম, সবগুলোতেই লুকানো বস্তু খুঁজে বের করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রথম পর্বটি হচ্ছে ক্রিস্টিন নামের এক মেয়ের সাথে ঘটে যাওয়া ভয়ানক কাহিনী। ক্রিস্টিন তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তাদের জঙ্গলের কেবিনে ছুটি কাটানোর জন্য যায়। তবে সে সেখানে আগে পৌঁছে দেখতে পায় তার বয়ফ্রেন্ড তখনো সেখানে এসে পৌঁছায়নি। কেবিনের দরজায় সে তার বাবা-মায়ের রেখে যাওয়া চিঠি পায়, যেখানে তাকে জানানো হয়, তারা বাইরে গেছে এবং দরজার চাবি তারা যেখানে সাধারণত রাখে সেখানেই আছে। আপনাকে ক্রিস্টিনের ভূমিকায় খেলতে হবে এবং আপনার প্রথম কাজ হবে দরজার চাবি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা বের করা। চাবি পাওয়ার পর ঘরে ঢুকে ক্রিস্টিন দেখতে পাবে পাওয়ার বক্সের ফিউস জ্বলে যাওয়াতে ইলেকট্রিসিটি নেই। কিন্তু অন্ধকার হওয়াতে ঘরের ভেতরে আপনি কিছুই দেখতে পারবেন না। তাই বাইরে এসে জানালা খুলতে হবে, কিন্তু জানালার হ্যান্ডেল না থাকায় আরেক বিপদে পড়তে হবে। ক্রিস্টিনের মনে পড়বে তাদের ঘরের পাশের স্টোররুমে জানালার হ্যান্ডেল লাগানোর জন্য কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। তাই সেখানে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপর জানালা খুলে চাঁদের আলোয় ঘরের পাওয়ার বক্স খুঁজে বের করে সেটি ঠিক করতে হবে। তাহলেই ঘরের ইলেকট্রিসিটি চলে আসবে, তখন ক্রিস্টিন রেডিওতে এক ঘোষণা শুনতে পাবে, খুনি জেল থেকে পালিয়ে তাদের কেবিনের কাছাকাছি জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, এই ঘোষণা শুনে ক্রিস্টিন তার বয়ফ্রেন্ডের জন্য চিন্তায় পড়ে যায়। এদিকে তার বয়ফ্রেন্ড যখন সেখানে এসে পৌঁছে তখন হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এরপর আপনাকে নানা ভয়াবহ ঘটনা ও বিপদের মোকাবেলা করে সেই খুনি হুকম্যানের হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব 'দ্য বেবিসিটার' গেমে খেলতে হবে লিসা নামের এক মেয়েকে নিয়ে। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এক রাতের জন্য এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে তার দুই জমজ মেয়ের দেখাশোনা করার জন্য যায়, সেখানে সে মুখোমুখি হয় বিভিন্ন ভূতুড়ে ঘটনার এবং বারবার তাকে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে। লিসা সাহস করে থেকে যায় সে বাড়িতে, কিন্তু পরে সে উধাও হয়ে যায়। সবাই মনে করে লিসা মারা গেছে। এই পর্বের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় বের হয়েছে 'ক্যাম্পফায়ার লিজেন্ড–দ্য লাস্ট অ্যাক্ট'। এখানে দেখানো হয়েছে লিসার বোন রেগি ও তার বান্ধবী অ্যাসলে রাতে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় রাস্তার ওপর কেউ এসে পড়ায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। এতে করে রেগি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং জ্ঞান ফেরার পর সে দেখতে পায় তার বান্ধবী অ্যাসলে গাড়িতে নেই। গাড়ি থেকে বের হয়ে পাশেই সে একটি বিশাল নির্জন বাড়ি দেখতে পায়, সেখানে গিয়ে দেখে তার বান্ধবী সেখানে আশ্রয় নিয়ে সাহায্যের জন্য পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে। সেখানে তারা একটি ডায়রি পায় এবং অবাক হয়ে লক্ষ করে সেই ডায়রি রেগির বোন লিসার। ডায়রির কিছু অংশ পড়ে তারা জানতে পারবে লিসা মারা যায়নি, সে জীবিত আছে এবং তাকে কোন খুনি অপহরণ করেছে। কিন্তু ডায়রির সব পাতা না থাকায় তারা এর বেশি কিছু জানতে পারে না। আপনাকে রেগির ভূমিকায় খেলে ডায়রির ছেঁড়া পাতাগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী গেম খেলতে হবে।

গেমটি খেলার জন্য শুধু মাউসই যথেষ্ট। গেমে বিভিন্ন বস্তুর ওপর মাউস নিলে সেটি বিভিন্ন আকার ধারণ করবে এবং সেটি দেখে বুঝতে হবে সেই বস্তুটির দিয়ে কি করতে হবে। যখন কোনো বস্তু বা ছবির ওপর মাউস নিলে মাউস পয়েন্টার ম্যাগনিফাইং গ্লাসের আকার ধারণ করবে, তার মানে হচ্ছে সেটি জুম করে দেখা যাবে। আবার যখন মাউস পয়েন্টার হাতের আঙুলের আকার ধারণ করবে তখন বোঝা যাবে সেই বস্তুটি তুলে নেয়া যাবে। গেমটিতে সাহায্য নিতে চাইলে আপনি এক ধরনের ফায়ার ফ্লাই পোকা ব্যবহার করতে পারবেন। সর্বোচ্চ পাঁচটি পোকা আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন গেমের বিভিন্ন স্টেজ থেকে। যখন কোনো জিনিস কোথায় খুঁজতে হবে তা না বুঝতে পারেন তখন এই পোকাগুলোতে ক্লিক করলে সেটি উড়ে গিয়ে যেখানে বসবে সেখানে আপনি সেই জিনিসটি খুঁজে পাবেন। গেমে আপনাকে বিভিন্ন পাজল বা ধাঁধার সমাধান করতে হবে। যেমন–পুরনো মেক্যানিকাল ঘড়ির চাকাগুলো সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে, বিভিন্ন ভাঙা টুকরো সঠিকভাবে জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তু বানাতে হবে, কখনোবা রান্না ঘরে ঢুকে রান্নাও করতে হবে এবং রান্নার সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। গেমটি একবার খেলতে বসলে গেমওভার না করে উঠতে মন চাইবে না। গেমটি এতটাই আকর্ষণীয় করে বানানো হয়েছে যে এক পর্ব খেলার পরে দ্বিতীয় পর্ব খেলার জন্য আর তর সইবে না। গেমের সাউন্ড ইফেক্ট বেশ চমৎকার ও ভয়াবহ। সারাক্ষণ বিভিন্ন ভৌতিক মিউজিক শোনা যাবে। গেমের গ্রাফিক্স যদিও ত্রিমাত্রিক নয়, তবে অনেকগুলো ভিডিও কাটসিন রয়েছে কাহিনীর সুবিধার্থে। এ সিরিজের প্রথম গেমটি উইন্ডোজ সেভেন বা ভিসতায় ফুল স্ক্রিনে চালু হবে না।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪১.৭ গিগাহার্টজ। ***র‍্যাম*** : ৫১২ মেগাবাইট। ***গ্রাফিক্স কার্ড*** : পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড। ***হার্ডডিস্ক স্পেস*** : ২৫০

গডস অ্যান্ড কিংস

আগে স্ট্র্যাটেজি গেমের চাহিদাও যেমন বেশি ছিল তেমন গেমও বের হতো। কিন্তু ইদানীং তেমন ভালো মানের স্ট্র্যাটেজি গেমের দেখা মেলে না। রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি গেমগুলোর মধ্যে নামকরা কিছু গেম ও গেমের সিরিজের মধ্যে রয়েছে–টোটাল ওয়ার, মেডিয়েভেল, এজ অব এম্পায়ার, ক্রুসেডার কিংস, ওয়েল রাস, ওয়ারগেম, রোম, স্টারক্রাফট, এম্পায়ার, ওয়ার্ল্ড অব ব্যাটলস, সিনস অব এ সোলার এম্পায়ার, কোম্পানি অব হিরোস, ওয়ার্ল্ড ইন কনফ্লিক্ট, এন্নো, রাইস অব নেশনস ইত্যাদি। টার্ন বেইজড স্ট্র্যাটেজি গেমের মধ্যে ভালো কিছু গেম ও গেম সিরিজের তালিকায় রয়েছে–সিভিলাইজেশন, টোটাল ওয়ার, মাইট অ্যান্ড ম্যাজিক হিরোস, ওয়ারলর্ড, ইলেমেন্টালস, মাস্টার অব ওরিয়ন, পেনজার কর্পস, জ্যাগড অ্যালায়েন্স, কিংস বাউন্টি, সোর্ড অব দ্য স্টারস ইত্যাদি। অন্যান্য আরো কিছু স্ট্র্যাটেজিভিত্তিক গেমের মধ্যে রয়েছে–ইন্ডলেস স্পেস, ফ্রম ডাস্ট, স্পোর, ইম্পেরিয়ালিজম, টয় সোলজার, সেভেন কিংডম, ট্রপিকো, ইউরোপা ইউনিভার্সালিস, ওয়ার্মস রিলোডেড, ব্যাটলফিল্ড একাডেমি, পোর্ট রয়াল, দ্য সেটলারস, স্যাঙ্কটাম ইত্যাদি।

টার্নভিত্তিক স্ট্র্যাটেজি গেমের মধ্যে সিভিলাইজেশন গেম সিরিজের বেশ নামডাক রয়েছে। এ গেম সিরিজ তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতার হাল শক্ত হাতে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কারণ কমান্ড অ্যান্ড কনকোয়ার সিরিজের জেনারেলস, টাইবেরিয়াম ওয়ারস, রেড অ্যালার্ট ইত্যাদি এবং স্টারক্রাফট, ওয়্যারক্রাফট, এইজ অব এম্পায়ার, এম্পায়ার আর্থ এই গেমগুলো আগে যেমন নাম করে গেছে, সেই তুলনায় নতুন সিকুয়ালগুলো তেমন একটা নাম করতে পারেনি। রেড অ্যালার্ট সিরিজের তৃতীয় পর্বের জন্য সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমাণ ছিল, কিন্তু গেম রিলিজের পর দুর্বল গেমপ্লে গেমারদের করেছে হতাশ। দুর্বল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গেমটির সাফল্যের অন্তরায় ছিল বলে সবার বিশ্বাস। কেইনস রেথ নামের গেমটি খুবই ভালোমানের হওয়া সত্ত্বেও শীর্ষ তালিকায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়নি। সিভিলাইজেশন গেম সিরিজের যাত্রা শুরু ১৯৯১ সালে। এ গেম সিরিজের গেমগুলোর ও এক্সপানশনগুলোর মধ্যে রয়েছে–সিভিলাইজেশন, সিভিলাইজেশন ২ (টেস্ট অব টাইম), সিভিলাইজেশন ৩ (প্লে দ্য ওয়ার্ল্ড, কনকোয়েস্ট), সিভিলাইজেশন ৪ (ওয়ারলর্ডস, বেয়ন্ড দ্য সোর্ড, কলোনাইজেশন), সিভিলাইজেশন রেভল্যুশন, সিভিলাইজেশন (গডস অ্যান্ড কিংস) ও সিভিলাইজেশন ওয়ার্ল্ড। সিভিলাইজেশন ওয়ার্ল্ড গেমটি অনলাইনে খেলার জন্য বানানো হয়েছে ফেসবুকের জন্য। যাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে তারা বিনামূল্যে এ গেমটি খেলতে পারবেন সময় কাটানোর জন্য। গডস অ্যান্ড কিংস গেমটি মুক্ত করা হয়েছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ম্যাক ওএসএক্স ও ক্লাউড অপারেটিং সিস্টেমের জন্য। গেম সিরিজটি কলোলে খেলার উপযোগী নয়, তাই এটি কলোলে মুক্ত করা হয় না।

সিভিলাইজেশন সিরিজের গেমগুলো খুব দক্ষতার সাথে খেলতে হয়, কারণ একটু ভুলের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আর এই গেম খেলার জন্য ধৈর্য থাকা চাই, তা না হলে গেমটি খেলে আনন্দ পাবেন কম। গডস অ্যান্ড কিংস নামের নতুন গেমটির ডেভেলপার হচ্ছে ফিরাক্সিস গেমস ও পাবলিশার হচ্ছে টুকে গেমস। নতুন গেমটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে–অ্যানিমেটেড ডিপ্লোম্যাটিক স্ক্রিন, গেমের চরিত্রের আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলা, দক্ষ উপদেষ্টা, আরো প্রাণবন্ত গ্রাফিক্স ও সাবলীল গেমপ্লে। নতুন এ গেমে যোগ করা হয়েছে ২৭টি নতুন ইউনিট ও ১৩টি নতুন ধরনের স্থাপনা, ৯টি ওয়ান্ডার ও ৯টি নতুন সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন। গেমের সিভিলাইজেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে–আমেরিকা, অ্যারাবিয়া, অ্যাজটেক, চায়না, ইজিপ্ট, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, ইন্ডিয়া, ইরোকুইস, জাপান, অটোম্যান, পার্সিয়া, রোম, রাশিয়া, সিয়াম, সোংগাই, ব্যাবিলন, ডেনমার্ক, ইনকা, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পলিনেশিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, বাইজান্টিয়াম, কারথেজ, সেল্টিকা, ইথিওপিয়া, হানস, মায়া, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন।

প্রতিটি সিভিলাইজেশনের আলাদা আলাদা নেতা, সৈন্যবাহিনী, স্থাপনা, ক্ষমতা ও যুদ্ধকৌশল রয়েছে বলে গেমটি বেশ উপভোগ্য। একেকবার একেক সিভিলাইজেশন নিয়ে খেলে গেমের স্বাদ অনেকভাবে উপভোগ করা সম্ভব। গেমারকে যথেষ্ট কৌশলী হতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে জয়ী হতে। সফল কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে গেমার অন্য নেতাদের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। তাদের সাথে লেনদেন, জমি বদল, বন্ধুত্ব স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বেশ হিসাব কষে। একটু উনিশ-বিশ হলেই বাধবে বিপত্তি। গেমটি কিছুটা ধীরগতির। যারা অ্যাকশনধর্মী গেম পছন্দ করেন তাদের কাছে গেম সিরিজটি ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু যারা ধৈর্যশালী এবং বেশ কৌশলী তাদের কাছে গেমটি বেশ ভালো লাগবে। যারা দাবা খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এ গেম বেশ উপযোগী। দাবার চালের মতোই এ গেমে ভেবে চিন্তে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুন ভার্সনে আরো রয়েছে মাল্টিপ্লেয়ার গেমারের সুবিধা। দারুণ অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধাসম্পন্ন এ গেমটিতে গেমার সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ১.৮ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন এক্সটু ৩৬০০+। ***র‍্যাম*** : ২ গিগাবাইট। ***গ্রাফিক্স কার্ড*** : ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৯০০ জিএস বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২৬০০এক্সটি। ***হার্ডডিস্ক স্পেস*** : ৮

ঘোস্ট রেকন–ফিউচার সোলজার

টম ক্লানসির ঘোস্ট রেকন গেম সিরিজটি ট্যাক্টিক্যাল শুটিং গেম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। টম ক্লানসি একজন আমেরিকার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি গোয়েন্দা কাহিনী, সামরিক ও টেকনো-থ্রিলার ধাঁচের উপন্যাস লিখে থাকেন। আর ঘোস্ট রেকন সিরিজটি তার উপন্যাসের কাহিনী থেকে নেয়া। এই সিরিজের প্রথম গেম বের হয় ২০০১ সালে 'টম ক্লানসি'স ঘোস্ট রেকন' নামে এবং পাবলিশ করেছিল নামকরা গেম কোম্পানি ইউবিসফট। পরে এটির অনেকগুলো এক্সপানশন বের হয়। এগুলো হলো–ডেজার্ট সিজ, আইল্যান্ড থান্ডার, জাঙ্গল স্টর্ম। এরপর ২০০৪ সালে বের হয় ঘোস্ট রেকন-২। এই সিরিজের তৃতীয় ও চতুর্থ গেম ঘোস্ট রেকন–অ্যাডভান্সড ওয়ারফাইটার এবং অ্যাডভান্সড ওয়ারফাইটার ২ যথাক্রমে২০০৬ এবং ২০০৭ সালে মুক্তি পায়। এ ছাড়া আরো অনেক ভার্সন রিলিজ পেয়েছে গেমিং কনসোল উইই, প্লে-স্টেশন, এক্সবক্স ও নিন্টেন্ডো ইত্যাদিতে খেলার জন্য। আজকে আমরা যে গেমটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি এই গেম সিরিজের পঞ্চম গেম এবং এর নাম দেয়া হয়েছে ঘোস্ট রেকন–ফিউচার সোলজার।

গেমটির পটভূমি হচ্ছে ২০০৪ সাল। গেমে শুধু আমেরিকাতে নয়, বরং নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়া এবং নরওয়েতেও বিভিন্ন মিশন খেলতে হবে। গেমারকে একটি কমান্ডো টিম 'হান্টার'কে নিয়ে খেলতে হবে। গেমের শুরুতেই দেখানো হয়েছে নিকারাগুয়াতে অপর চার সদস্যের একটি কমান্ডো টিম 'প্রিডেটর' একটি অস্ত্র চোরাচালানকারী সংঘের মোকাবেলা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত বোমার আঘাতে সবাই নিহত হয়েছে। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল সেটির তদন্ত করার জন্য গেমারকে হান্টার টিমকে নিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

গেমটি থার্ড পারসন শুটিং হলেও এটি কভারভিত্তিক গেম। যার মানে হচ্ছে সবসময় নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে গুলি করতে হবে, না হলে প্রতিপক্ষের গুলিতে মৃত্যু অবধারিত। আগের গেমগুলোর মতো এটিতেও রয়েছে দুই ধরনের মাল্টিপ্লেয়ার মোড। এগুলো হলো–কো-অপারেটিভ মোড এবং কমপেটিটিভ মোড। কমপেটিটিভ মোডে অনেক ধরনের খেলার ধরন রয়েছে, যেমন–কনফ্লিক্ট, ডিকে, স্যাবোটিয়ার এবং সিজ।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৮ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন এক্সটু ৪৪০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **গ্রাফিক্স কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি ৫২০ বা এটিআই রাডেওন এইচডি ৪৬৫০। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ২৫ গিগাবাইট।

কল অব ডিউটি–ব্ল্যাক অপস

ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমগুলোর মধ্যে কল অব ডিউটি অন্যতম জনপ্রিয় গেমিং সিরিজ। বিখ্যাত গেম কোম্পানি অ্যাক্টিভেশনের ব্যানারে এই গেমের যাত্রা শুরু হয় ২০০৩ সালে। ১৯৯৯ সালে বের হওয়া ইলেকট্রনিক আর্টসের জনপ্রিয় গেম 'মেডেল অব অনার'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই গেম সিরিজের আবির্ভাব। বর্তমানে দুটো গেমই নিজেদের অবস্থান ও জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে প্রতিবছর গেমারদের নতুন ভার্সন উপহার দিয়ে যাচ্ছে। কল অব ডিউটি–ব্ল্যাক অপস গেমটি এই গেম সিরিজের সপ্তম গেম। এই সিরিজের গেমগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম তিনটি গেমকে বলা হয়ে থাকে কল অব ডিউটি অরিজিনাল ট্রিলজি। তারপর বের হওয়া গেমটি কল অব ডিউটি ৪ নাম না দিয়ে মডার্ন ওয়ারফার নামে বের করা হয় এবং পরে গেমগুলোও এর সিকুয়্যাল হিসেবে বের হয়। ২০০৮ সালে ব্ল্যাক অপস সিরিজের সূচনা হয় এবং এ সিরিজের প্রথম গেম ছিল কল অব ডিউটি–ওয়ার্ল্ড অ্যাট ওয়ার। সম্প্রতি বের হওয়া কল অব ডিউটি–ব্ল্যাক অপস গেমটি ওয়ার্ল্ড অ্যাট ওয়ার গেমটির সিকুয়্যাল গিগাবাই

গেমের পটভূমি হচ্ছে ১৯৬০ সাল, যখন আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে কোল্ডওয়ার বা ঠান্ডাযুদ্ধ চলছিল। শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে বিভিন্ন গোপন মিশনে অংশ নিতে হবে গেমারকে। মিশনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খেলতে হবে, যেমন–মধ্য রাশিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, হংকং, লাওস, ভিয়েতনাম, আরক্টিক সার্কেল ইত্যাদি। গেমের মূল ক্যাম্পেইন হচ্ছে একটি পরীক্ষামূলক রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রকে ঘিরে, যার সাঙ্কেতিক নাম হচ্ছে 'নোভা-সিক্স'। গেমে অ্যালেক্স ম্যাসন নামের একজন এজেন্টকে এবং সিআইএ (ইউনাইটেড স্টেটস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) এজেন্ট জেসন হুডসনকে নিয়েও বিভিন্ন মিশন খেলতে হবে। এ ছাড়া রেড আর্মির সদস্য ভিক্টর রেজনভকে নিয়েও খেলা যাবে।

গেমের মূল সময়কাল হচ্ছে ১৯৬৮ সাল, কিন্তু পুরো গেমটিতে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মিশনের স্মৃতিচারণ এই গেমের মূল উপজীব্য। গেমের শুরুতেই দেখানো হয়েছে এসএডি (স্পেশাল অ্যাক্টিভিটিস ডিভিশন) অপারেটিভ অ্যালেক্স ম্যাসন চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে এবং মাইকে একটি কণ্ঠস্বর তার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। আর উত্তর দিতে না চাইলেই তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে আসল ঘটনা তার মুখ থেকে শোনার জন্য। তার অতীতের বিভিন্ন মিশনগুলো যখন সে বর্ণনা করবে তখন গেমারকে সেই সব মিশন খেলতে হবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন এক্সটু ৪২০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটি বা এটিআই রাডেওন এইচডি ৪৬৫০। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১২

প্রোটোটাইপ ২

২০০৯ সালে বের হওয়া প্রোটোটাইপ গেমটি যারা খেলেছেন তারা যে রুদ্ধশ্বাসে পরের পর্বটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গেমারদের অপেক্ষার প্রহর শেষ করে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হলো প্রোটোটাইপ ২। অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের এ গেম সিরিজটির ডেভেলপার হচ্ছে র‍্যাডিকেল এন্টারটেইনমেন্ট এবং পাবলিশার হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন। আগের গেমের ব্যবহার করা হয়েছিল গেম ইঞ্জিন টাইটেনিয়াম এবং এবারের গেমে তার উন্নত সংস্করণ টাইটেনিয়াম ২.০ ব্যবহার করায় গেমের গ্রাফিক্স ও গেমপ্লে আরো বাস্তবসম্মত ও দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। আগের গেমের নায়ক অ্যালেক্স মার্সারের পরিবর্তে এবার নতুন নায়ক দেয়া হয়েছে, যার নাম সার্জেন্ট জেমস হেলার।

এটি স্যান্ডবক্স স্টাইলের অ্যাকশন গেম। স্যান্ডবক্স ধরনটি হচ্ছে ননলিনিয়ার গেমের একটি ভাগ। ননলিনিয়ার গেমে গেমারকে একটি ধারাবাহিক মিশনে আবির্ভূত হতে হয় এবং গেমের কাহিনী নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। এতে প্রতিটি মিশন একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং গেমার তার ইচ্ছেমতো গেমের জগতে বিচরণ করতে সক্ষম। এতে দেয়া থাকে ওপেন ওয়ার্ল্ড, তাই এতে তেমন কোনো বাধাধরা নিয়ম বা সময়সীমা থাকে না। তাই গেমার ইচ্ছেমতো সময়ে গেমের মিশন শেষ করতে পারেন। এসব গেমে অনেক সাইড মিশন দেয়া থাকে। তবে স্যান্ডবক্স স্টাইলে তা না খেললেও মূল গেমের কাহিনীর কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ধাঁচের আরো কয়েকটি গেমের মধ্যে রয়েছে– এসাসিনস ক্রিড, জিটিএ, ফার ক্রাই ইত্যাদি। খেলার ধাঁচ কিছুটা মিল থাকলেও এ গেমের কাহিনী ও খেলার ধরন অনেক আলাদা, যা দেবে নতুন এক রোমাঞ্চ। বীভৎসতা ও রক্তারক্তির পরিমাণ অনেক বেশি। তাই ছোটদের এই গেম খেলা উচিত হবে না, কারণ এতে তাদের মনের ওপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

গেমের প্রথমে দেখা যাবে সার্জেন্ট জেমস হেলার ও সাথে আরো কয়েকজন মিলে এক মিশনে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়বে। সে ছাড়া বাকি সবাই মারা পড়বে। সে হঠাৎ করে দেখা পাবে অ্যালেক্স মার্সারের। জেমসের স্ত্রী ও কন্যা মারা গেছে ব্ল্যাকলিট ভাইরাসের কবলে পড়ে। তাদের মৃত্যুর জন্য জেমস অ্যালেক্সকে দোষী করবে এবং তাকে মারার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। উল্টো মার্সার তার মধ্যে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে নিজের মতো ক্ষমতাবান বানিয়ে নেবে এবং তাকে সত্যি ঘটনা খুলে বলবে যে শহরের ধ্বংসলীলার জন্য সে দায়ী নয় বরং তার জন্য দায়ী হচ্ছে ব্ল্যাকওয়াচের ক্যাপ্টেন ক্রস। ব্ল্যাকওয়াচ হচ্ছে মেরিন ও মিলিটারির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক স্পেশাল দল, যার নেতা ক্যাপ্টেন ক্রস।

অ্যালেক্সকে গেমের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অ্যালেক্স দারুণ শারীরিক শক্তির অধিকারী, তার রূপ বদলানোর ক্ষমতা রয়েছে, নিজের জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আছে ও লাফিয়ে বিশাল দূরত্ব অনায়াসে পার করা তার কাছে কিছুই নয়। বিল্ডিং বেয়ে দৌড়ে ওঠা, আকাশে বাজপাখির মতো ভেসে বেড়ানো, দ্রুতগতিতে দৌড়ানো, ভারি বস্তু তোলা ও তা অনেক দূরে ছুড়ে ফেলা, সব কিছু তার আয়ত্তে। অ্যালেক্সের ক্ষমতার মধ্যে আকর্ষণীয় ব্যাপারটি কনজিউম বা শোষণ করার ক্ষমতা। এ ক্ষমতার বলে সে কারো জীবনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শারীরিক আকৃতি ইত্যাদি টেনে নিতে পারে এবং তা নিজের কাজে লাগাতে পারে। এসব শক্তি সে দান করবে হেলারকে। হেলারও হয়ে উঠবে অ্যালেক্সের মতো শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য।

অ্যালেক্সের মতো বিশাল ধারালো নখ, হাতকে বিশাল ব্লেডে পরিণত করা, হাতকে হাতুড়ির মতো শক্ত করা, শরীরে বর্মের আবরণ বানিয়ে নেয়া, অনেক ভারি বস্তু উঠানো ইত্যাদি আরো ক্ষমতা সে লাভ করবে ধীরে ধীরে অন্য দানবদের কনজিউম করার পর।

অ্যালেক্সের মতো হেলারকে নিয়েও মেমরি, দক্ষতা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মানুষ কনজিউম করে নিতে হবে। যেমন ট্যাঙ্ক বা হেলিকপ্টার চালানোর আগে ট্যাঙ্ক চালক বা পাইলটকে পাকড়াও করে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা শোষণ করতে হবে, অন্যথায় তা চালানো যাবে না। মেশিনগান, বাজুকা, রকেটগান ইত্যাদি চালানোর দক্ষতাও বাড়াতে হবে আর্মি সদস্যদের কনজিউম করে। আর্মি ঘাঁটিতে প্রবেশের আগে যেকোনো আর্মির রূপ ধারণ করতে হবে সবার চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য। কিছু কিছু সংরক্ষিত স্থানে আর্মি অফিসারের রূপে যেতে হবে। যাকে হেলার কনজিউম করবে, তার রূপ ধরতে পারবে। আর্মি কমান্ডারের রূপে থাকা অবস্থায় সে

যেকোনো চিহ্নিত অবস্থানেরও ওপর এয়ার স্ট্রাইক ও অন্য সৈনিকদের আদেশ দিতে পারবে। নতুন ক্ষমতা হিসেবে গেমে যুক্ত করা হয়েছে টেন্টাক্যাল বা শুঁড়। এতে হেলারের হাত থেকে বিশাল শক্তিশালী শুঁড় বের হয়ে সামনে থাকা বিশাল বাহিনীকে তছনছ করতে পারবে নিমেষেই।

গেমের পটভূমি হিসেবে আগের সেই নিউইয়র্ক সিটিকেই রাখা হয়েছে। শহরটিকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি ভাগে–গ্রিন জোন যা মিলিটারিদের কড়া পাহারা দেয়া স্থান, ইয়েলো জোন যা মার্সার বা ব্ল্যাকলিট ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের বন্দিশালা ও রিফুজিদের আবাসস্থল এবং রেড জোন, যেখানে অ্যালেক্স তার তাণ্ডবলীলা অব্যাহত রেখেছে। বলতে গেলে রেড জোন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে অ্যালেক্সের সাথে ব্ল্যাকওয়াচের অবিরাম যুদ্ধ চলছে। নতুন গেমে শহরের নাম নিউইয়র্ক বললে রাখা হয়েছে নিউইয়র্ক জিরো। গেমে হেলারকে সাহায্য করবে ফাদার গুয়েরা। হেলার ব্ল্যাকওয়াচের নেটওয়ার্ক হ্যাক করে ধীরে ধীরে জেনে যাবে সব গোপন তথ্য। গেমের মূল আকর্ষণ লুকিয়ে আছে গেমের শেষের দিকে, যখন অ্যালেক্স ও হেলার একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে লড়াই করবে। লড়াইটি বাধবে তাদের মধ্যকার মতবিরোধ নিয়ে। গেমের গ্রাফিক্স ও গেমপ্লে আগের গেমের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ৬৪ এক্সটু ৪২০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি ৪৩০ বা এএমডি রাডেওন এইচডি ৪৬৭০। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১০ গিগাবাইট। ■

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com